REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১১ই আশ্বিন বুধবার ১৩৪৫ ইংরাজী 28th September 1938 | ২০শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷০ টাকা। নগদ মূল্য /১০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সস্তর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধি-ধারী ডাক্তারগণ কর্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠ-পোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষৎ এম ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ
গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মুল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নুতন বীমা
(১৯৩৭-৩৮)

৩ কোটি টাকার উপর

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

চল্‌তি বীমা (১৯৩৬-৩৭)		১২	কোটি	৮৫	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল	"	২	"	৩২	লক্ষের	"
মোট সংস্থান	"	২	"	৬০	"	"
প্রিমিয়াম আয়	"	...	...	৬২	"	"
দাবী শোধ	"	১	কোটি	৪০	"	"

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
সাব অফিস —কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ব্রজশশী

আয়ুর্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয়
ঔষধ প্রাপ্তির ও চিকিৎসার বিশ্বাসযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
(স্থাপিত—সন ১৩০২ সাল)

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও চিকিৎসক—
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি-এ, কবিরত্ন
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১১ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৪৫ সাল

অবকাশ গ্রহণ

চিরাচরিত প্রথানুসারে ৺শারদীয়া মহাপূজা উপলক্ষে আমরা দুই সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিলাম।

এস মা

এস মা বরাভয়-হস্ত বিস্তার ক'রে বাংলার দুঃখ-দৈন্য-প্লাবনপীড়িত আশ্রয়হারা বুভুক্ষু নরনারী শিশুসন্ততিকে রক্ষা কর মা! এস বঙ্গবাসী হিন্দু মহাপ্রাণ বেদনা-বিক্ষুব্ধের বেদনাহারিণী মহামায়াকে হৃদয়-বেদীতে উদ্বোধন ক'রে মা মা বলে আত্মহারা হয়ে যাই, মহাপূজার কয়টা দিন মায়ের পূজা, অর্চ্চনা ও প্রসাদ গ্রহণ করে শুদ্ধান্তঃকরণে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণা নিয়ে শত অপরাধের মার্জ্জনা চাই। আজ যে আমরা নিতান্তই অশরণ, তাই ত মায়ের দোলায় আগমন ফলং নিদারুণ ঋতু বিপর্য্যয়, কোথা অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, মহাপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আজ আর শারদের সুষমা নাই, শরতের প্রশান্ত গগনে প্রাবৃটের অম্বা, অশনি সম্পাত তাপ-তরঙ্গ অতিবর্ষণের বিরাম নাই, চতুর্দ্দিকে ধ্বংসের বিরাট করালমূর্ত্তি দেখে সদা সন্ত্রস্ত। জলপ্লাবনে বাঙ্গালার বহু দেশ নিমজ্জিত। বাঙ্গালীর জীবনধারণের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধান্য ও শস্যাদি বন্যার জলে নিমজ্জিত। পল্লীর কুটির সব বিধ্বস্ত, আশ্রয়শূন্য জন-মানব গবাদি গৃহপালিত জীব প্রতি মুহূর্ত্তে মরণ বরণ করিতেছে। আজ বিশ্বব্যাপী অশান্তি উত্তেজনায় মানব মরণের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আজ কৈ সে আনন্দ?—শারদজননী! যে বাঙ্গলা তোর আগমন-বার্ত্তা শুনে তার সরস বুকখানি ভাসিয়ে দিত—অনাবিল আনন্দের স্রোতে, যে বাঙ্গালী আগমনী গান গেয়ে বেড়াত—বাঙ্গলার পথে পথে, আজ সে আনন্দ কোথায়? তোর আগমনে সারা বাঙ্গলায় যে আগমনের সাড়া প'ড়ত—সে জাগরণই বা কৈ? বাঙ্গলার বুকে, বাঙ্গালীর প্রাণে যুগে যুগে যে তোর নৃত্যগীত শোনা যেত, যার উন্মাদনায় মেতে উঠত বাঙ্গালীর প্রাণ, শস্যশ্যামলা বাঙ্গলার প্রাণ! সে উন্মাদনাই বা কোথা? তবু বাঙ্গলা আজ তোরই আসার আশে তার শুষ্ক জীবন নিয়ে বসে আছে—তোরই প্রতীক্ষায়। প্লাবনে কত শত জীবন নাশ করলি, কত শত আজিও গৃহহারা, তবু তারা তাদের কর্ম্মক্লান্ত জীবন নিয়ে ছুটে চলেছে, তোরই কাছে আত্মদান করতে, তোরই কাছে অভিযোগ করতে। জননী! কোটী কোটী সন্তানের দুঃখ দৈন্য দূর ক'রে তোর "দুর্গতিনাশিনী" নাম সার্থক কর মা।

আগমনী

কি খেতে আর আসবি মাগো,
এবার ধরায় আসিস্ না।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে
মা হ'য়ে আর মারিস্ না॥
ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে
রেখেছিলি কাবু ক'রে,
সাবু খেয়ে ত ছিলাম ভাল,
ইচ্ছে হ'লেই খেতাম ভাত।
তাও মা আজ ঘুচিয়ে দিলি,
করলি বানে কুপোকাত।

আগমনী

কোন লাজে করুণাময়ী আসবে এবার বঙ্গভূমে?
নাম ছুটাতে বানের জলে ডুবিয়ে সবে ওমা উমে!
গৃহ শূন্য সর্ব্বহারা, পেটের জ্বালায় পাগল পারা
অন্নচিন্তা চমৎকারা করি সবে ভব-দারা
গৃহস্থকে করি ফকির দিয়ে কাঁধে ভিক্ষা ঝুলি
কি করুণা দেখাতে মা! আসবে দিতে চরণ ধুলি?
পূজার বাজার লাভের আশে,
হাজার হাজার বণিক আসে
দেশের যে মা দশম দশা, খাপি খায় সব তমক শ্বাসে!
কে কিনিবে, কে করিবে পূজা মা তোর মহাধুমে?
বিষাদের যে চলচ্চিত্র ঘুরে সারা বঙ্গভূমে।
বিসর্জ্জনের বিষাদ বাদ্য যা বাজিত বিজয়ায়
তাই যে আগে বাজে মা গো আগমনীর চিহ্ন নাই।
গরীব দুখীর চোখের জলে পূজা নিতে আসার চেয়ে
না আসাই তো ভাল মা তোর,
ওগো মা পাষাণের মেয়ে।
তিন দিনই তো নিতে পূজা; কয়েক বছর ক্রমেই বেশী,
কাল বুঝে কি পেটের জ্বালাও
বাড়লো মা তোর এলোকেশী?
তেলা মাথায় তেল দিয়ে তার চাঁদ বদনে দিতে চুমি
তুমি যত ভাল জানো মা বেশ বুঝেছি আমি উমি!
চোখের মাথা খেয়েছ তাই, তিনটী চোখই আছ বুজে
বুঝি না মা ত্রিনয়না কি ফল আছে তোমায় পূজে।
ভারত যে মা ভরে গেল উমিচাঁদ ও মিরজাফরে
কি ফল হবে দেশে তারা তিনটী দিনের তোর সফরে?
চির নফর রাখবে সবে এম্নি তারা ফন্দি আঁটে
যোগ্যকে তাড়ায়ে মাঠে অযোগ্য বসিবে পাটে।
তোর জাগরণে কি ফল আছে, থাক্ মা শুয়ে চির ঘুমে
কুল-কুণ্ডলিনী রূপে, অকূলে কুল দিয়ে উমে
কাজ কি আছে, লাভ কি আছে ওমা হর মনোরমে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রঘুনাথগঞ্জ।

চলার পথে

শ্রীরেণুকা রায়

(১)
দুঃখ পেয়ে কাঁদব যখন
ওগো আমার প্রিয়
দুঃখ-ভরা বক্ষ মাঝে
পুণ্য-পরশ দিও।

(২)
ব্যথা যখন উঠবে কেঁপে
আমার বুকের মাঝে
মিলন-গীতি তখন যেন
মধুর সুরে বাজে।

(৩)
চলার-পথে পথ হারায়ে
(যদি) হইগো দিশেহারা
হৃদয় মাঝে তোমার যেন
পাইগো প্রভু সাড়া।

(৪)
তোমার দে'য়া আঘাত আমি
নেব মাথা পেতে
শুধু তুমি থেক্ ওগো
আমার সাথে সাথে।

চাটনি

"আমাদের আপিসের বড় সাহেবটা—হাজরী নিয়ে বেজায়....."

"আমাদের অপিসটা কিন্তু ভাই বেশ! দশটার আগে যখন খুসী পৌছিলেই হোলো; আর ছ'টার পর যখন খুসী চলে গেলেই হোলো—বল্‌নেওয়ালা কেউ নেই!"

দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের একজন বলিল আচ্ছা অনার্স বল্ দেখি ঐ ভেড়ার পালে কতগুলি ভেড়া আছে?

গোটা পঞ্চাশেক হবে।

পঞ্চাশটা? আচ্ছা দেখছি, ওহে ও ভেড়াওয়ালা শোনো—তোমার পালে কতগুলি ভেড়া আছে?

সাড়ে বার গণ্ডা বাবু।

জবাব শুনে অনার্স নেওয়া ছেলেটার হাত দুটো ধরে তার বন্ধু বল্লে—'ওয়াণ্ডারফুল' কি বরে জান্‌লি বল্‌না ভাই?

আরে এর মধ্যে বলাবলির কি আছে—এতো খুব সিম্পল ডিভিসন, সমস্ত ভেড়ার পা গুলো গুণে নিয়ে তাকে চার দিয়ে ভাগ করলুম।

গুরু মহাশয়—নীরু! দিদি বানান কর ত?

নীরু—গুরু মহাশয়, দিদি ত শ্বশুর বাড়ী।

স্ত্রী থার্ম্মোমিটার ভাল ক'রে দেখতে জানতো না তবুও তাকে বাধ্য হ'য়ে তার স্বামীর টেম্পারেচার নিতে হলো। দেখেই স্ত্রী উত্তেজিত হ'য়ে ডাক্তারকে টেলিফোন করলে 'ডাক্তার বাবু এক্ষুনি আসুন, আমার স্বামীর টেম্পারেচার ১৩৬°!' ডাক্তার জবাব দিলে 'আমার কিছু করবার নেই, দমকলের অফিসে টেলিফোন করুন।'

স্বামী—যে দিনকাল পড়েছে, যাতে সস্তায় সংসার চলে সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

স্ত্রী—সেই জন্যেই তো আমি সব জিনিষ ধারে কিন্‌ছি।

দার্শনিক বক্তা—দানে অসীম পুণ্য, আপনি যা দান ক'রবেন তা দ্বিগুণ হয়ে আপনার কাছে ফিরে আসবে, নিশ্চয় জান্‌বেন।

শ্রোতা—ঠিক ব'লেছেন, গেল আষাঢ় মাসে আমি মেয়েকে দান ক'রেছিলুম, এখন সে আর তার স্বামী দু'জনেই আমার বাড়ীতে স্থায়ী হ'য়েছে।

মাষ্টার—তোমার রচনা খুব ভালো হয়েছে কিন্তু রাখালের রচনার সঙ্গে তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। এ থেকে আমি কি বুঝবো?

গোপাল—বুঝ্‌বেন যে রাখালেরটাও খুব ভালো হ'য়েছে।

এক—বাজারে গিয়ে জিনিষপত্র কিন্‌তে মেয়েরা যেমন পারে, পুরুষরা তেমন পারে না।

দুই—পারবেই না তো, পুরুষদের সব সময়ে মনে থাকে যে তারা নিজেদের পয়সা খরচ ক'রছে।

দুজন ছোকরা নগ্ন হ'য়ে দীঘিতে স্নান ক'রছিল। একজন মহিলা, তা দেখে তাদের প্রশ্ন করলেন, এই দীঘিতে নগ্ন হ'য়ে স্নান করার বিরুদ্ধে আইন আছে; নয় কি? একজন ছোকরা বল্‌লে, হ্যাঁ—কিন্তু আমার বাবা এখানকার পুলিশের দারোগা—আপনি ও বিষয়ে কোনো ভয় না রেখে জলে নামতে পারেন।

ফুলের মা

শ্রীসুজাতা সিংহ

দ্বিতল বাড়ীর সংলগ্ন ছোট বাগান।

পাতাবাহারের গাছে চারিদিক ঘেরা, তারই কোলে কোলে নানা জাতীয় ফুলগাছ, মাঝখানে শ্বেত পাথরের বেদী।

বেলা চারটে।

চাকর এসে বাগান পরিস্কার ক'রে সব কটি গাছের গোড়ায় জল দিয়ে গেছে।

দ্বিপ্রহরের খরতপ্ত রবির তেজে যে সব ফুল মিইয়ে প'ড়েছিল, তারা এখন জল পেয়ে তাজা হয়ে উঠেছে। সকালের আধফোটা ফুলগুলি এখন পরিপূর্ণ ভাবে ফুটে মার কোল জোড়া ক'রে ব'সে আছে। ফাল্গুনের মিঠে বাতাস বাগানের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে এসে ফুলের পরশ নিয়ে যাচ্ছে।

ফুলেরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেন দুলছে।

সবাই আহ্লাদে আটখানা, কিন্তু ঐ চাঁপাফুলের গাছটী অমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে কেন? বিমর্ষ হবারই তো কথা। বাড়ীর কুন্তলা নামে একটী মেয়ে ফুল না ফুটতে ফুটতেই রোজ কুঁড়গুলি ছিঁড়ে নিয়ে খোঁপায় দেবে, মালা গাঁথবে। এতে কি চাঁপা ফুলের মার কষ্ট হয় না? কুন্তলার বাগানে আসবার সময় হয়েছে. সেই আশঙ্কাতেই বোধ হয় চাঁপা ফুলের গাছটী অমন বিমর্ষ হয়ে প'ড়েছে।

অপরাজিতা ফুলের গাছ, পলাশ ফুলের গাছকে ডেকে বল্লে, "ওগো দেখছো চাঁপার মার কি রকম মুখ শুকিয়ে গেছে?" পলাশ গাছ বল্লে "যাবে না? বাবাঃ ও যে রকম অহঙ্কারী! ওর খুকীদের সৌরভের জন্যে সবাই ওকে আদর করে, আমাদের খোকা খুকীদের সুবাস নেই ব'লে করে না, কেবল বাগানের শোভা বাড়াইবার জন্যে আমাদের খোকা খুকীদের জন্ম, তাই ওর খুব গর্ব্ব।"

অপরাজিতা গাছ পলাশ গাছকে চুপি চুপি বল্লে, "আস্তে আস্তে বল, শুনতে পেলে এখুনি দশ কথা শুনিয়ে দেবে। সেদিন ব'লেছিলাম তোমার খুকীদের কিবা এমন সুবাস যে তা' নিয়ে এত গর্ব্ব করো? সুবাস বরং ঐ করবীর, তাতেই আমাকে ও কত কথা শুনিয়ে দিলে।"

অপরাজিতা তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লে, "এখুনিই ওর কান্নায় বুক ফেটে প'ড়বে, তখন বেশ মজা হবে।"

টগর আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। ব'লে উঠলো, "তোমরাও তো মা, মা হয়ে সন্তানের ব্যথা বোঝ না?"

টগরের কথা শুনে অপরাজিতা আর পলাশ তো হেসেই আকুল, "তুমি জান না যে অহঙ্কারে ও আমাদের সঙ্গে মেশে না, ওর সুরভিত খুকীরা যদি রোজই যখন তখন মরে, তা হোলে কি নিয়ে আর ও এত গর্ব্ব ক'রবে?"

টগর দুঃখিত হয়ে বল্লে, "আহা তোমাদের দুঃখ হয় না? জানি না তোমাদের হাসি আসে কি ক'রে, তোমরাও তো ওরই মত মা।"

ওদের হাসি মিশিয়ে গেলো। ভাব্‌লে সত্যিই তো তারাও যে মা।

কুন্তলা আর তার সই এসে বেদীতে ব'স্‌লো। সইয়ের কোলে একটী ফুটফুটে শিশু, সেই শিশুকে কুন্তলার কোলে দিয়ে তার সই বল্লে "দেখ্ কুন্তল, কমলকে কোলে দিয়ে তোকে কি চমৎকার মানিয়েছে।"

হেসে কুন্তল বল্লে, "সত্যি নাকি সই?"

সই বল্লে, "আহা, তুই বুঝিস নাকি?" এই যেমন দেখ্, এই সব ফুল গাছে যদি ফুল না ফুটতো তা হ'লে কি এমন সুন্দর দেখাতো? ফুল ফুটেছে বোলেই না ওদের এত সুন্দর দেখাচ্ছে? ফুল গাছই ফুলের মা, ফুল ফুটে যেমন গাছের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, এও তেমনি।"

কিছুক্ষণ পরে সই চ'লে গেলো।

কমলকে কোলে ক'রে বেদীতে ব'সে কুন্তলা আদর ক'রছে। আজ আর চাঁপা ফুলের দিকে তার মন নেই, কমলকে নিয়েই সে মেতেছে। হঠাৎ কুন্তলার মনে নতুন ভাবের আবির্ভাব হ'লো, তার মনে হ'লো এখন কোথাও কেউ নেই, কমল যদি তাকে মা মনে ক'রে একটিবার মা ব'লে ডাকে।

"দাও আমার কোলে দাও; ঐ কচি মেয়ে নিয়ে এই ভর্ সন্ধ্যে বেলা বেড়াচ্ছ, একটা কিছু হ'লে আমাদেরই ভুগতে হবে"—ব'লতে ব'লতে কুন্তলার সইয়ের মা এসে কুন্তলার কোল থেকে কমলকে নিয়ে গেলো। অব্যক্ত বেদনায় কুন্তলার মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। আজ যেন সে কোথায় কিসের অভাব অনুভব ক'রতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তবু তার মন সান্ত্বনা পেলে না; তাই সে রোজকার মত চাঁপা গাছের কাছে গিয়ে ফুলের ওপর হাত দিলে।

ফুল ছিঁড়লো না, যেন গাছের সঙ্গে আটকানো র'য়েছে।

চাঁপা গাছ যেন ভয়ে তার ফুলগুলিকে আঁকড়ে ধ'রে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমার বুকের নিধি এমন ক'রে ছিনিয়ে নিও না।"

ফুল গাছের নীরব ভাষাও আজ যেন কুন্তলার কানে করুণ স্বরে ধ্বনিত হ'তে লাগলো। ত্রস্তে সে তার হাত সরিয়ে নিলে, সইয়ের কথাগুলি স্মরণ ক'রলে। ফুলগাছই ফুলের মা, আর সে কিনা রোজ ফুল ছিড়ে নিয়ে গাছকে কষ্ট দেয়। উঃ কি হৃদয়হীনা সে! কোথা থেকে মাতৃস্নেহ এসে ভরিয়ে দিলে কুন্তলার বুক! চোখ দু'টি তার অশ্রুসজল হোলো। একটু আগেই কমলকে নিয়ে যেতে যে ব্যথা সে পেয়েছিল, সে কথা মনে ক'রে কুন্তলা ভারি অনুতপ্ত হ'লো, আস্তে আস্তে সে চাঁপা গাছটির ওপর হাত বুলোতে লাগলো।

কাতর দৃষ্টি মেলে ফুলগুলি যেন কুন্তলার দিকে চেয়ে রইলো।

ঝিরঝিরে বাতাস বইছে।

কিছুক্ষণ কেটে যেতে চাঁপা গাছটি বেশ বুঝলে যে তার খুকীদের আর কুন্তলা ছিনিয়ে নেবে না। চাঁপা গাছের বুকে আনন্দ আর ধরে না, সে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে তার খুকীদের কুন্তলার কোলে স্থান দিলে। চাঁপা ফুলেরা যেন আহ্লাদে হাত তালি দিতে দিতে কুন্তলার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়তে লাগলো।

কমলকে কোলে ক'রে তার সই আবার বাগানে এলো, হঠাৎ কমল ডেকে উঠলো "মা!"

কুন্তলা তাদের দিকে পিছন ফিরেছিল, তার মনে হ'লো ঐ সুন্দর ফুলগুলিই বুঝি তার মনের ব্যথা বুঝতে পেরে আজ তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মানুষের মত মা ব'লে তাকে ডাকলে। অপ্রত্যাশিত আনন্দে কুন্তলা তার কোলে ঝাঁপিয়ে-পড়া চাঁপা ফুলগুলিকে অতি স্নেহে ও আদরে চুমু খেতে লাগলো—আর তার কানে বাজতে লাগলো কচি গলার মধুর সম্বোধন "মা"!

———

পরলোকে

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জোতকমল গ্রামের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার মহাশয় তাঁহার কর্ম্মস্থল ধুলিয়ানে গত ৬ই আশ্বিন শুক্রবার হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। তিনি বৃদ্ধা মাতা, অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, স্ত্রী ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে গত ২৮শে ভাদ্র ১৩৪৫ সাল আমার কর্ম্মচারী সুকুমার দত্ত আমার বেলড়িয়া বাটী হইতে সাইকেল যোগে রঘুনাথগঞ্জ আসা কালীন তাহার সাইকেলের পশ্চাদ্দিক হইতে আমার পৈতৃক ও স্বামীত্যক্ত এষ্টেটের সন ১৩৪৩।১৩৪৪ সালের দৈনিক জমা খরচ ও খতিয়ান এবং ঐ ঐ সনের পত্তনী খাজনা আদায়ের মুড়ি চেক ও কড়চাসহ ১টী দপ্তর রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে। কেহ যদি পাইয়া থাকেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইতি ১০ই আশ্বিন ১৩৪৫ সাল।

শ্রীজলদবরণী দেবী।

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা

(আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৵১০ সাড়ে তিন আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়"
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)।

সকল রকম
গ্রামোফোন মেসিন
রেকর্ড ও নানাবিধ সরঞ্জাম পাওয়া যায়।
ডি, পি, গাঙ্গুলী
জঙ্গিপুর এজেন্সী
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ!!
রঘুনাথগঞ্জ নিউজ ষ্টল।
এখানে মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, মাসিক মোহম্মদী, বেঙ্গল বিজিনেস গেজেট, ছোটদের সকল রকম মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও দৈনিক বাঙ্গলা ইংরাজী খবরের কাগজাদি কলিকাতার দরে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—শ্রীশিবশঙ্কর মণ্ডল
রঘুনাথগঞ্জ নিউজ-পেপার এজেন্ট
(স্থান—দেশবন্ধু পাঠাগার) মুর্শিদাবাদ।

সস্তায় সাইকেলের সরঞ্জাম।
টায়ার, টিউব ও অন্যান্য পার্টস বাজার অপেক্ষা সুলভে পাইবেন। পরীক্ষা করুন।
শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়,
"সুলভ ভাণ্ডার"—রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটী।

চায়ের চা

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব —

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটাফুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

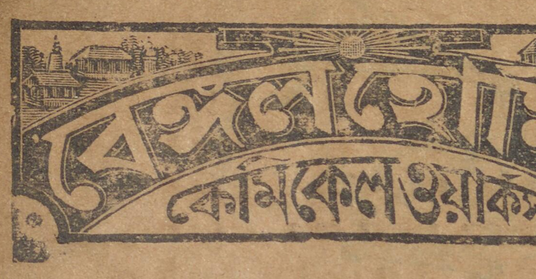

এখানে মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর !

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১০৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য ।।৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ভাইট্যালী—জীবনীশক্তিবর্দ্ধক !

ইহা সেবনে—প্রমেহজনিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মাথাঘোরা, শারীরিক শীর্ণতা, অম্ল, অজীর্ণ, প্রস্রাবের দোষ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, অর্শ, এবং স্ত্রীলোকদিগের বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং সূতিকা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲ মাত্র। কলিকাতায় এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং এজেন্ট আছেন।

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

পত্র লিখিলে একটী গঙ্গাদেবী অবতরণের সুন্দর ছবিসহ ১৩৪৫ সালের ক্যালেণ্ডার পাইবেন।

হোমিও ঔষধ ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵০, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵৫ মাত্র।
উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ৴০ কমিশন বাদ

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ :—শ্যামবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা) ৬৭।৪ [illegible] (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে) বিহার * তিনসুকিয়া (আসাম) * গৌহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) * পাটুয়াটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্দ্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনীপুর রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট) ব্রহ্মদেশ * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিঙ্গাপুর (মালয় ষ্টেট) *
লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হল্‌বরণ * কলম্বো (সিলোন)

সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে আমার [illegible] হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত [illegible] সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩৲
শুক্রসঞ্জীবন সের ১৬৲ * অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা ২৲